Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ ডিসেম্বর , ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৩০ নভেম্বর,২০১৫, সোমবার,১৩ অগ্রহায়ণ,১৪২২

‘সেভ ডেমোক্রেসি’র আওয়াজ ভোট লুট রুখতে জোট বাঁধুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর : ভারতের সংবিধান গ্রহণের দিবসেই পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ডাক দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। ২৬ নভেম্বর বি আর আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মদিবস। এই দিনে সংবিধানে যে ভোটাধিকার নাগরিকদের আছে তাকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লুট রুখতে গণতন্ত্রের পীঠস্থান বর্ধমানবাসীকে শপথ নিতে হবে। ‘সেভ ডেমক্রেসি’ আয়োজিত টাউন হলের ভিড়ে ঠাসা জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক ভাস্কর গোস্বামী এবং সভার সভাপতি এবং সংগঠনের সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায়।

নতুন সরকার এসেই যেভাবে সর্বত্র গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছে তাকে বাঁচাতেই এই ‘সেভ ডেমক্রেসি’র জন্ম। যে পরিবর্তনের জন্য পথে নেমেছিলেন বিশিষ্ট জনেরা। তাঁদের একজন অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে জেলায় জেলায় ঘুরছেন। গণতন্ত্র বাঁচাতে যিনি এই সরকারের গলার কাঁটা ছিলেন সেই মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গাঙ্গুলি রাজ্যে পর পর ঘটে যাওয়া নারীদের উপর ধর্ষণ, নির্যাতন, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য,

গুণ্ডামি, ভোটলুট সমস্ত উল্লেখ করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কেন্দ্রের সরকারকে বিঁধতেও ছাড়েন নি। অসহিষ্ণুতার প্রশ্নে বিজেপি এবং শাসক দলকে এক দাঁড়িতেই রাখেন। রাজ্যে শাসকদল সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দেয় এই সরকার।

বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, শুধুমাত্র সভা করা বা বক্তব্য রাখার অধিকার মানেই গণতন্ত্র সুরক্ষিত, তা নয়। সমাজ বিরোধীদের জন্য এই সরকার। চাষি মহিলা, যুব, ছাত্র কর্মচারী সবাই আক্রান্ত। শাসক দলের চাওয়ার ওপর নির্ভর করছে আপনার গণতন্ত্র থাকবে কিনা। সারদার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীকে বিধতেও ছাড়েননি। তিনি বলেন, আমরা কোনো মানুষকে কোনো দলকে ভোট দেওয়ার জন্য বলতে আসিনি। ভোট লুট আটকাতে আপনারা জোট বাঁধুন।

সেভ ডেমক্রেসির রাজ্য সম্পাদক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন এই সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও সংগঠন বেঁচে থাকবে। গণতন্ত্রে আঘাত এলেই এই সংগঠন পথে নামবে। পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই চুপ। এত নৈরাজ্যের পরিবেশ তাঁদেরকে আন্দোলিত করছে না।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডীন অরূপ চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবী দুর্লভ মল্লিক, প্রভাস রঞ্জন রায় সহ বিশিষ্টজনেরা।

বি পি এম ও-র ডাকে জাঠায় ব্যাপক সাড়া দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বর : ইস্পাতনগরী এবং সংলগ্ন গ্রাম ও বস্তি অঞ্চলের বি পি এমও-র ডাকে গত ২১-২২ নভেম্বর ও আজ মিলে মোট ছয়টি জাঠায় ব্যাপক সাড়া মিলল।

আজকের জাঠা মিছিল আইনস্টাইন রোড সংলগ্ন জে সি বোস বস্তি অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর সংলগ্ন জে সি বোস বস্তি অঞ্চল পরিক্রমা করে ভাবা রোড পুকুর পারে শেষ হয়। তৃণমূলের সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে বস্তির মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা বেড়িয়ে এসে দৃপ্ত ভঙ্গিতে জাঠা মিছিলে যোগ জাঠা মিছিলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর শহর কমিটির নেতৃবৃন্দ নির্মল ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, আল্পনা চৌধুরী সহ সন্তোষ দেবরায়, সুবীর সেনগুপ্ত, স্বপন ব্যানার্জী, কাজল চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য গণ-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

২৮ নভেম্বর বিকালে বি পি এম ও-এর ডাকে পদযাত্রা দামোদরের মানা চর থেকে শুরু হয়ে ২৬ নং ওয়ার্ড ও পুরানো ওয়ারিয়ার বিভিন্ন জাগয়া পরিক্রমা করে শেষ হয় ওয়ারিয়া রেল স্টেশনে। বিশাল জাঠা-মিছিলকে রাস্তার দু’পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে অভিনন্দন

দেন। মিছিলে পা মেলান দুর্গাপুর ইস্পাত ও মিশ্র ইস্পাত কারখানার স্থায়ী শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিক সহ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অসংখ্য উচ্ছেদ হওয়া ঠিকা শ্রমিক। মিছিলে ১৯ দফা দাবি সহ তৃণমূল সরকারের দুর্গাপুরকে স্মার্ট সিটি বানানোর অজুহাতে বিনা পূনর্বাসনে বস্তি-উচ্ছেদের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াইয়ের শ্লোগানে মুখরিত হয়। জানায়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন কৃষকনেতা মনিলাল চৌধুরী, প্রবীর মণ্ডল, রঘুবীর মণ্ডল, হীরা সাউ, প্রভাত সাঁই, শ্যামা ঘোষ, হারাধন ঘোষ, লোকনাথ দাস, বুধন মণ্ডল, লক্ষ্মীরাম মুর্মু সহ বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মিছিলের শেষে ওয়ারিয়া রেল স্টেশনে পথসভায় বক্তব্য রাখেন প্রভাত সাঁই, শ্যামা ঘোষ ও হারাধন ঘোষ।

ভীষ্ম সাহনির জন্ম শতবর্ষ পালিত হল দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ নভেম্বর : জনবাদী লেখক সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে ও দুর্গাপুর প্রস্তুতি শাখার সহযোগিতায় কথা সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক ভীষ্ম সাহনির জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভীষ্ম সাহনি। ইউ সি ডাব্লু সি সভা কক্ষে আলোচনায় অংশ নেন রাজেশ্বর শর্মা, রাজরানি শিশোদিয়া, ড. অরুণ পাণ্ডেয়, ড. দামোদর মিশ্র। সভার শুরুতে স্বাগত সঙ্গীত পরিবেশন করেন সত্যপ্রকাশ কেশরী। সভাপতিত্ব করেন প্রেমচন্দ চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি মানস মুখার্জী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনবাদী লেখক সংঘের জেলা সম্পাদক ড. সন্তরাম। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন বলিরাম চৌধুরী, ধর্মেন্দ্র কুমার, মহম্মদ শাকির, ডা. ইন্দ্রদেব মিশ্র, বি.কে মিশ্র প্রমুখ। অনুষ্ঠান বেশ মনোজ্ঞ হয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ নভেম্বর : শিল্পাঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের অপচেষ্টার প্রতিবাদে ও টেট সহ বিভিন্ন সরকারি চাকুরির পরীক্ষায় কেলেঙ্কারি, তৃণমূলের

স্বজনপোষণ, নতুন কল-কারখানা খোলা সহ ৭ দফা দাবিতে আগামী ১ ডিসেম্বর সমগ্র জেলা জুড়ে ছাত্র যুব-সংগঠনের অবস্থান বিক্ষোভ করার কর্মসূচি ও টেট কেলেঙ্কারির সি আই বি তদন্তের দাবিতে ৪ ডিসেম্বর রাজভবন অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে আজ ডি ওয়াই এফ আই-এর উদ্যোগে রাজবাড়ি মোড়ে সই সংগ্রহ অভিযান হয়। পথচলতি বহু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এই সই সংগ্রহ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বাসের চাকায় পিষ্ট বাইকচালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বাইকচালকের। ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে বর্ধমানের কার্জনগেটের কাছে। টোটোর সঙ্গে ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকচালক টাউন সার্ভিস বাসের চাকায় পিষ্ট হন। ঘাতক বাসটিকে পুলিশ আটক করেছে। চালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মৃত বাইকচালকের নাম অসীম সাউ, বাড়ি বর্ধমানের বিজয়রামে। তিনি নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা করতেন।

টেট পরীক্ষায় দুর্নীতি নিয়ে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর : ১২টি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের ডাকে বর্ধমান জেলা প্রাথমিক সংসদের কাছে ডেপুটেশন এবং বিক্ষোভ সভার আয়োজন হয়। টেট পরীক্ষায় দুর্নীতির সি বি আই তদন্ত, শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র-যুবরা। কার্জনগেটে এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এস এফ আই জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে। যুবর পক্ষে হেমন্ত প্রভাকর। পরে এক প্রতিনিধিদল জেলা প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে ৫ দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়।

শাসকদলের নেতা মন্ত্রীরা যেভাবে টাকা নিচ্ছেন এবং সাদা খাতা জমা দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে চলে এসেছে তাতে সি বি আই তদন্ত ছাড়া সঠিক তদন্ত হবে না বলে দাবি জানান দীপঙ্কর দে। তিনি আরো জানান এবার টেট পরীক্ষায় অর্ধেকেরও কম পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। এ থেকেই চাকরি প্রার্থীদের মনোভাব স্পষ্ট। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবি জানানো হয়।

কাটোয়া ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ নভেম্বর, বর্ধমান, কাটোয়া : ৪ বছর আগে কাটোয়া-আমোদপুর ন্যারোগেজ লাইনে ট্রেন থেকে নামিয়ে মেয়ের সামনে এক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের মামলায় আজ কাটোয়া ফাস্টট্রাক কোর্টের বিচারপতি কাজি আব্দুল হাসেম তাঁর রায় ঘোষণা করেন। মূল অভিযুক্ত রেজাউল মির্জা সহ মোট পাঁচজনকে বেকসুর খালাস করে দেওয়ায় গোটা রাজ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ২০১২ সালের ঐ হাড় হিম করা ঘটনার পর দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাকে সাজানো ঘটনা বলে সোরগোল ফেলে দেন। রাজ্য পুলিশ জি আর পি চার্জসিট দিলেও উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ কোর্টে জমা দেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। বিচারক রায়ের বয়ানে সেই রকমই উল্লেখ করেছেন। ঐ রায়ের প্রতিবাদে ঐ কোর্টের বরিষ্ঠ সরকারি উকিল এবং বর্ধমান জেলা তৃণমূলের গ্রামীণ সহ সভাপতি কাঞ্চন মুখার্জী পদত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে নির্যাতিতা বিধবা ও তার মেয়ে সহ গোটা পরিবার আতঙ্কে ভুগছেন। তাঁরা জানিয়েছেন তাঁরা বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দী দিয়েছিলেন এবং টি আই প্যারেড সনাক্ত করা সত্ত্বেও বিচারক কেন এই রায় দিলেন তা আল্লা বিচার করবেন। তাঁরা বলেছেন ঘটনার পরদিনই মুখ্যমন্ত্রী এটাকে ‘সাজানো ঘটনা’ বলেছিলেন বিচারক সেই রায় দিয়েই বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের হাতে এমন টাকা নেই যে তাঁরা হাইকোর্টে যাবেন। নির্যাতিতা মহিলার মেয়ে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে।

সরকারি উকিল কাঞ্চনবাবু বলেন, এই ধরনের ঘটনার আদালতে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ আছে। মেডিকেল রিপোর্টে ল্যাবরেটরির রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হলেও আশ্চর্যজনকভাবে সব উধাও। এমনকি নির্যাতিতা টি আই প্যারেডে অভিযুক্তের দিকে জুতো হাতে তেড়ে গিয়ে তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। বিচারকের কাছে তাঁর গোপন জবানবন্দীকেও বর্তমান বিচারক গুরুত্ব না দেওয়ায় সকলেই হতাশ।

কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, বিজেপি সহ সমস্ত বিরোধী দল এই সামগ্রিক ব্যাপারটিকেই রাজনৈতিক চাপের ফলশ্রুতি বলে মনে করেছেন। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি নির্যাতিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ২৯ নভেম্বর এই রায়ের বিরুদ্ধে ও মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে তাঁরা মিছিল করেন।

নতুন চিঠি

৩০ নভেম্বর, ২০১৫

ধর্ম ও রাজনীতি

ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ অবশ্যই একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে এবং তার প্রচারও করতে পারে। কিন্তু কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন যৌথ শক্তিতে জোর করে অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরণে বাধ্য করে, তখন সেই ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্মীয় প্রভুত্বে পরিণত হয়। আর যখন কোনো বিশেষ ধর্মগোষ্ঠী অন্য ধর্মের মানুষের উপর জঙ্গি আক্রমণের হিংস্রতায় তাকে বিন্যাশ করার প্রয়াসে রত হয়, তখন তা কী বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করতে পরে, বর্তমান বিশ্ব তা প্রতিমুহূর্তে মহা আতঙ্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছে। মুসলিম ধর্মের নামে আই এস আই জঙ্গি গোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে তার জাল বিস্তার করে এক ভয়াবহ হত্যালীলার মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে বিনাশের প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়েছে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে ধর্ম যেন আজ এক যুদ্ধের শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে দেশে দেশে ভোটের রাজনীতির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর, বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটের জন্য ধর্মীয় তোষণের মাধ্যমেও গণতন্ত্রের অন্যতম মূল ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি কথার কথায় পরিণত করার চেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গও যেন তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠছে। এখানে ভোটের বিচারে মুসলমান জনগোষ্ঠীর গুরুত্ব বিশাল। তাই তারা যাতে না চটে যায় তার জন্য শাসককুলের চেষ্টার অন্ত নেই।

এক ধর্মের তোষণ অন্য ধর্ম বিশ্বাসীকেও উত্তেজিত করে। তাই কেন্দ্রে আজ কট্টর হিন্দুবাদী দল ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা রাজ্যে কম-বেশি বিস্তারও করছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা না থাকলে গণতন্ত্রও থাকে না। কেননা সকল ধর্মের মানুষই সেখানে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সমান অধিকার ভোগ করে। তাই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সমস্ত রকম ধর্মীয় মৌলবাদী প্রয়াসকেই পরাস্ত করা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মৌল কর্তব্য।

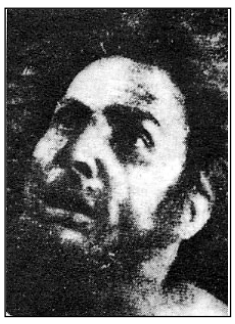

আমরা ক্ষমাপ্রার্থী

গত সংখ্যায় ‘রুটির লড়াই .. -এর প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্য’ প্রবন্ধে ভুলবশত বিজন ভট্টাচার্য-এর ছবির বদলে শম্ভু মিত্র-র ছবি মুদ্রিত হয়েছে। এই অমার্জনীয় প্রমাদের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।এখানে বিজন ভট্টাচার্যের ছবিটি মুদ্রিত হল।

—সম্পাদক

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৭ নভেম্বর : মন্তেশ্বর থানার কুলী গ্রামের প্রবীণ কৃষককর্মী শৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী গতকাল সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ৭০-এর দশক থেকে বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত। ১৯৮৫ সালে তিনি সি পি আই(এম)-এর সদস্য পদ লাভ করেন। বিপত্নীক শৈলেন গাঙ্গুলীর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে পি পি আই(এম) মন্তেশ্বর ৩নং লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জানানা হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বাংলায় আধুনিক উপন্যাসের জনক প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম কী ছিল? কবে তিনি প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
২. প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক কৃষাণ চন্দ কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
৩. সাহিত্য পত্রিকা ‘দেস’ প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল? তখন সম্পাদক কে ছিলেন?
৪. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক দেবকী কুমার বসু বর্ধমান জেলায় কোথায় কবে জন্মান? কবে মৃত্যু হয়েছিল?
৫. কবে আন্তর্জাতিক নারী প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়? রাষ্ট্র সংঘ কবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?
৬. ‘আমূল’ দুধের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম হয়েছিল?
৭. বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নোবেল প্রাইজের জন্য কবে নিজ হাতে উইল করে যান?
৮. ‘দ্য টাইমস’ পত্রিকা লন্ডন থেকে কবে প্রথম স্বয়ংক্রিয় মেসিনে ছাপা হয়?
৯. কার্লমার্কসের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু দার্শনিক ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস কোথায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে হয়েছিল?
১০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের চার্চিল, আমেরিকার রুশভেল্ট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তালিন কবে এক সঙ্গে মিলিত হন? তারা সেদিন কী প্রস্তাব নিয়েছিলেন?
১১. কমিউনিস্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত কোথায় কবে প্রয়াত হন? তাঁর জন্ম কবে?
১২. কোন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের জন্ম এবং মৃত্যু দিনে হ্যালির ধূমকেতু দেকা গিয়েছিল? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে হয়েছিল? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

অভিযানগোষ্ঠীর ৩৮ তম বইমেলা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : অভিযান গোষ্ঠীর ৩৮তম বর্ধমান বইমেলার উদ্বোধন করলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তথা বিশিষ্ট পুস্তক সমালোচক বারিদ বরণ ঘোষ। উৎসব ময়দানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, পুরপতি ডা. স্বরূপ দত্ত, জেলা শাসক ডঃ সৌমিত্র মোহন, অভিযান গোষ্ঠীর সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন অভিযান গোষ্ঠীর সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য।

এবার দেবপ্রসন্ন পুরস্কার পান স্বামী দেবানন্দ আশ্রম। অনুষ্ঠান থেকে তিনকোনিয়াতে অবস্থিত অন্নপূর্ণা ফাউন্ডেশনের পক্ষে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলর খোকন দাস পুরস্কার নেন। এখানে প্রতিদিন ২০০ জন গরিব মানুষ ১০ টাকায় পেটপুরে ভাত পান।

বইমেলা চলাকালীন এবারও বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি কার্তিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে চিত্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি অভিযান সাহিত্য সম্মান এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত ‘সমীরণ স্মৃতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি’ পুরস্কার দেওয়া হয় গবেষক সাহিত্যিক ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র পানকে। ২৯ নভেম্বর এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন কলকাতা বইমেলার সম্পাদক এবং গিল্ড সংস্থার সম্পাদক সাহিত্যিক ত্রিদিব ভট্টাচার্য। এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী, সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক শেখর সেনগুপ্ত, গৌতম তা ও ডাঃ মৈনাক মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান থেকে ৭টি নতুন বই প্রকাশও করা হয়।

প্রধান অতিথি ত্রিদিব ভট্টাচার্য বাংলা প্রকাশকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধুমাত্র বইমেলা নির্ভর থাকলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। নেট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন লাইন ব্যবসা বাড়াতে হবে। এজন্য ওয়েবসাইট খুলে আজকের প্রজন্মকে ধরতে মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে।

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক কার্ত্তিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সম্মানিত হওয়ায় নতুন চিঠি’ও সম্মানিত, গর্বিত। তিনি দীর্ঘদিন ‘নতুন চিঠি’ পত্রিকায় লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। প্রতি বছর শারদীয়া এবং সাপ্তাহিত পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ এবং গল্প প্রকাশ হয়েছে। বামপন্থী কবি, লেখক হিসাবে দীর্ঘদিন বর্ধমানবাসীর কাছে সম্মান পেয়ে আসছেন। প্রথম পুরস্কৃত হন ১৯৬৮ সালে বর্ধমান জেলা যুব উৎসবে। তারপরেও বহু পুরস্কার পেয়েছেন।

‘অভিযান’ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত সমীরণ চৌধুরীর নামাঙ্কিত ‘সমীরণ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার’ দেওয়া হয় বিশিষ্ট গবেষক এবং সাহিত্যিক ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র পান-কে। তিনি পুরস্কৃত হওয়ায়ও ‘নতুন চিঠি’ আনন্দিত।

মেলার শেষদিনে ৬ ডিসেম্বর স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অশোক সামন্ত (শিক্ষা), রাধাকিষাণ পোদ্দার (সঙ্গীত), তুষারকান্তি ঘোষ (ক্রীড়া), ধ্রুব শীল (হস্তশিল্প), সঞ্জীব চক্রবর্তী (বর্ধমান চর্চা) কে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ষোড়শী মোহন দাঁ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গোলাম জার্জিস প্রমুখ।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান, বিতর্ক, ক্যুইজ প্রভৃতি।

রাইস প্রো-টেক মেলা কল্পতরু মাঠে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলাতে ধান প্রধান খাদ্যশস্য। তাকে ঘিরেই রাইস মিল গড়ে উঠেছে জেলায় প্রায় ৪০০ মত। রাইসমিলগুলি অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়িয়ে উৎপাদন খরচ কমাতে চাইছে। আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে বর্ধমানে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক রাইস প্রো-টেক এক্সপো মেলা কল্পতরু মাঠে। মেলার উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মেলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বেঙ্গল রাইস মিল এ্যাসোসিয়েসনের রাজ্য সভাপতি সুশীল চৌধুরী, কার্যকরী সভাপতি দেবনারায়ণ মণ্ডল, জেলা খাদ্য নিয়ামক দেবমাল্য বসু, জেলা শিল্প কেন্দ্রের ম্যানেজার সৈকত দত্ত, জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন, রাজ্য কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার প্রমুখ।

১৬০টি স্টল হয়েছে। চীন, থাইল্যাণ্ড, তাইয়ান সহ অনেকগুলি দেশ অংশ নিয়েছে। মেলা চলবে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

মা ও মেয়ে : ঠিকানার খোঁজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : আট মাস ধরে বর্ধমান হাসপাতালই ছিল মা ও মেয়ের আস্তানা। কখনও ভর্তি থাকা রোগীদের দেওয়া খাবার, আবার কখনও হাসপাতালের ক্যান্টিনে বেঁচে যাওয়া খাবার খেয়েই দিন কাটছিল তাদের। অবশেষে মেমারির একটি হোমে ঠাঁই হল মা-মেয়ের। এ বছরের একেবারে গোড়ার দিকে বর্ধমান রেল পুলিশ ওই দু’জনকে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পাওয়া অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করে। বছর সাতেকের মেয়েটির আঘাত গুরুতর

না হলেও মাঝ বয়সি মহিলা গুরুতর জখম ছিলেন। নিজেদের পরিচয়ও তাঁরা জানাতে পারেননি। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর মহিলা জানান, তার নাম এম ব্রেজ সিংহ এবং মেয়ের নাম অঞ্জলি। বাড়ি ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার জনাটুলিতে। বাবার বাড়ি এলাহাবাদ যাওয়ার সময় বর্ধমানে পড়ে যায়। ওই মহিলা মানসিক ভাবে সুস্থ নন। বাড়ির ঠিকানাতেও গোলমাল রয়েছে। সেই কারণে আপাতত মেমারির কলানবগ্রাম সরকারি হোমে রেখে তাদের কাউন্সিলিং করা হবে।

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৯ নভেম্বর : আজ গুসকরা জোনাল এ বি পি টি এ-র উদ্যোগে এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শহিদবেদীতে মাল্যদানের পর প্রতিবেদন পেশ করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অসীম মুখার্জী। উদ্বোধন ছিলেন জেলানেতা চিত্ত সরকার।

প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ৭ জন প্রতিনিধির আলোচনায় উঠে আসে—শাসক শ্রেণি নানাবিধ চক্রান্ত করে পেনশন ব্যবস্থা সঙ্কোচন করতে চাইছে, এর বিরুদ্ধে লাগাতর ভাবে লড়াই চালাতে হবে। রাজ্যে ও কেন্দ্রের সরকার—ধর্মীয় মেরুকরণে ইন্ধন জোগাচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য নামিয়ে এনেছে-এর বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ব্যাপক মানুষের কাছে প্রচার চালিয়ে যাবার কাজে শিক্ষকদের অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অবসর শিক্ষকদের বর্ধমান জেলা কমিটির নেতা মহম্মদ এখলাস আলি। অসীম মুখার্জী ও কেদার দামকে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত করে ১২ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র বসু

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

ভারতের জাতীয় জীবনে রাজনীতি, দেশপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ধর্ম ও সংস্কৃতির আকাশে হিরণ্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল দু'জন জনগণমন জয়ী ব্যক্তিত্ব হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও সুভাষ চন্দ্র বসু। বিবেকানন্দের নানা চিন্তা ও কাজ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও কাজের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের সার্থকতম উত্তরাধিকারী ও মানসপুত্র। এই বহুল প্রচারিত উক্তিটি যুক্তির আলোকে বিচার করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলতে বিবেকানন্দ বলেছেন 'দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম, ফল, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কী? যদি হইয়া থাকে তবে বুঝিও তোমরা স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপান মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।' এই স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ নিজে এবং তাঁর মানসপুত্র সুভাষচন্দ্র।

ভারতের দুর্দশা, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, আত্মবিশ্বাসের অভাবে দুর্গতিতে বিবেকানন্দ ছিলেন গভীরভাবে মর্মাহত ও ব্যথিত। একই যন্ত্রণা ও ব্যথা কুরে কুরে খেয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার ব্যাপারে মুখর ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন এই শিক্ষায় প্রকৃত মানুষ গড়ে ওঠে না। কেরানি, উকিল বা ডেপুটিগিরির চাকরি করাকে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হতে দেখে বিবেকানন্দ ব্যথিত, ক্ষুব্ধ। তিনি বলেছেন 'একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমিতে অন্নের জন্য কী হাহাকারটা উঠেছে। তোদের এই শিক্ষায় সেই অভাব পূর্ণ হচ্ছে কি? —কখনো না।'

শিক্ষার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বসুর মতের সঙ্গে বিবেকানন্দের মতের গভীর সাদৃশ্য আমাদের নজরে পড়ে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পুরস্কার ও স্বর্ণপদক পাওয়া নয়। দেশের জন্য, দশের কল্যাণের জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে তৈরি করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হয়ে ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জীবন যাপন করাকে ও দেশের দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলেছেন সুভাষচন্দ্র। বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ও লেখনীতে এই একই বক্তব্য উঠে এসেছে।

অত্যধিক অর্থলিপ্সাকে সমালোচনা করেছেন বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন 'কে কোথায়, দেখিয়াছে, টাকায় মানুষ করে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।'

অর্থলোলুপতার বিষয়ে নেতাজীর বক্তব্যও পরিষ্কার ও অভিন্ন। তিনি তাঁর লেখায় বলেছেন, 'এই জগতে প্রেম, ভগবৎ-বিশ্বাস ইত্যাদি অমূল্য গুণ যাঁর রয়েছে তিনিই তো প্রকৃত ধনী। এরকম মহৎ লোকের তুলনায় বড় বড় রাজারাও দরিদ্র।'

বিবেকানন্দের গ্রন্থ পড়ে সুভাষচন্দ্র মূলত দুটি আদর্শ পেলেন। আত্মার মুক্তির সাধনা ও মানব সেবা। ১৯০১ সালে ঢাকার একদল যুবককে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'দেশসেবাই হবে তোমাদের কর্তব্য। ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে সর্বাগ্রে।'

যুবক সুভাষচন্দ্র এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। স্বামীজির নির্দেশ ছিল আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবী হউন। পরোপকারই জীবন, পরিহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। স্বামীজীর উদাত্ত অহ্বানকে সুভাষচন্দ্র জীবনের পবিত্র ব্রত বলে শিরোধার্য করেছিলেন। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেশমাতার মুক্তি-যজ্ঞে উৎসর্গ করেছিলেন। দাসত্ব, অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বিদ্রোহ করবার আহ্বান জানিয়ে সুভাষচন্দ্র একসভায় বলেন, 'ভুলো না মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা। ভুলো না জঘন্যতম অপরাধ অন্যায় ও অবিচারের সাথে আপোস করা, মনে রেখো শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তার জন্য যত মূল্যই দিতে হোক।'

গোরক্ষিণী সভার একজন সদস্য বিবেকানন্দের কাছে সাহায্যের জন্যে আসেন। বিবেকানন্দ তাঁকে তাঁদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সেই সদস্য বলেন যে, তারা দেশের গো-মাতাকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল প্রতিষ্ঠা করেন। কসাইদের কাছ থেকে কিনে রুগ্ন, অকর্মণ্য গো-মাতাকে প্রতিপালন করেন। স্বামীজী তাঁকে সে বছরে মধ্য ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মানুষের চরম দুর্দিনে তারা দুঃস্থ, অসহায় মানুষকে সাহায্য করেছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, মানুষ কর্মফলে, পাপে দুর্ভিক্ষে পড়েছে। স্বামীজী তাঁকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, 'যারা অনাহারে মারা যাওয়া মানুষকে সাহায্য করে না তাদের পশু সেবায় তিনি সাহায্য করবেন না।'

সুভাষচন্দ্রও ধর্মের নামাবলীধারী কিছু মানুষের অধর্ম, ভণ্ডামী, জুলুম, পাপাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন ও তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ অন্য দেশ ও জাতির সুগুণগুলো গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি অন্ধ অনুকরণের বিরোধী, তিনি বলেছেন (যুবকদের) 'তোমাদের ভিতরে যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর। কিন্তু অনুকরণ করিও না। অথচ অপরের যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। বীজ মৃত্তিকাদি হইতে প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এইরূপ হও। অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। যে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে।' দেখা যাচ্ছে স্বামীজী প্রকৃত জাতীয়তার উদ্বোধক আবার সমাজতন্ত্রের প্রচারক। তিনি বুঝেছিলেন জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই।

স্বামীজীর লেখা ও বাণীর মধ্যে সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন দেশের সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন আদর্শ চরিত্র গঠন। দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্যে দরকার দেশপ্রেম, মনুষ্যত্ব, সততা ও উন্নত চরিত্র সম্পন্ন মানুষ, বিশেষত তরুণ-তরুণীরা যারা আগামীতে নানা ক্ষেত্রে দেশের কাণ্ডারী হবেন।

স্বামীজীর মানুষ গড়ার ব্রতে সুভাষচন্দ্র নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ নেতাজী ছাত্রদের বলেছেন, 'প্রিয় ছাত্রগণ, উত্তিষ্ঠ হও, জাগ্রত হও। আরো উচ্চতর ও মহত্তর আদর্শ উদ্‌যাপনের জন্য তোমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। একমাত্র ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্যই তো মানুষ জীবন ধারণ করে না। খাদ্য ও বস্ত্রের সরবরাহ হইলেই জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয় না।'

ভারতের গৌরবময় অতীত এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিবেকানন্দের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় ছিল। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। ভারতের যদি আবার উঠিতে হয় তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরকে যাহা কিছু দেয় তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি লইতে হইবে।'

ভারতের গৌরবময় অতীত ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিবেকানন্দের গর্ব ও প্রত্যয় সুভাষচন্দ্রের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। বিবেকানন্দের মত তিনিও বলেন, 'বনে জঙ্গলে, যুগ-যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে।' ভারতের হৃত গৌরব ও সম্মান ফিরে পাবার জন্যে স্বামীজী চরম আত্মত্যাগের আবেদন রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'উঠ, জাগো, অভীষ্ট বস্তু যতক্ষণ না লাভ করিতেছ ততক্ষণ ক্রমাগত সেই উদ্দেশ্যে চলিতে থাকো, ক্ষান্ত হইও না।'

বিবেকানন্দের মানসপুত্র সুভাষচন্দ্রও আত্মত্যাগের গুরুত্বের ওপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, 'আসুন, আমরা সকলে একবাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশ সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে। দেশ মাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই জানিব যে, 'ভারত আবার জগৎ সভায় / শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

বিবেকানন্দের বাণীর প্রেরণায় দৃঢ় চরিত্রের মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র ছাত্র, যুবক ও নারী সংগঠন ও আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিবেকানন্দের মতো সুভাষচন্দ্রও বলেন, 'নতুন মানুষ তৈয়ারি করিবার চেষ্টায় আমি নিরত। তাই গত দুই বছর ধরিয়া আমি ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন, নারী আন্দোলনের সাহায্যে যদি নতুন মানুষ—পুরুষ ও নারী—প্রস্তুত হয়, তখন নতুন প্রোগ্রাম দিলে তাহার সার্থকতা হইবে।'

কারো কারো মতে স্বামীজী প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথার গজদন্তমিনারে বিরাজ করেছেন, ভারতকে প্রাচীন ভারতের ধাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ ভাবনা সঠিক নয়। কারণ তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও পৌরুষত্বে সার, জল দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে শস্যশ্যামল করার ব্যাপারে নিবেদিত প্রাণ। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করা সত্ত্বেও বাস্তববাদী, প্রগতিবাদী ও আধুনিক চিন্তায় উদ্দীপ্ত বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজের ত্রুটিগুলোকে নিখুঁতভাবে, নির্ভীকভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন দেশ গঠনে এই ত্রুটিগুলো বর্জন করতে।

বিবেকানন্দের বাণীতে সুভাষচন্দ্র কত গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার পরিচয় পাই নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে। তিনি বলেন যে, সবরমতি ও পণ্ডিচেরী হইতে উদ্ভূত দুটি চিন্তাধারায় তিনি বিস্মিত। সবরমতী আশ্রমে আধুনিক সব কিছু মন্দ, গো-যানের যুগে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, অধিক উৎপাদন দ্বারা জীবন ধারণের মান উন্নত করা দরকার না থাকার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারার মূল কথা শান্তভাবে সাধনা করা, এর থেকে মহৎ কিছু নেই। নেতাজী এই দুই চিন্তাধারাকে গুরুত্ব না দিয়ে কর্মবাদের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশ-গড়ার জন্যে দেশের মঙ্গলের জন্যে কর্মবাদ, পাশ্চাত্যের নির্ভীক সংগ্রাম স্পৃহাকে শিরোধার্য করতে আহ্বান করেছেন নেতাজী।

বিদেশীদের একনিষ্ঠ সংগ্রাম স্পৃহা, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি চর্চাকে সাদরে গ্রহণ করার কথা বললেও নেতাজীও বিবেকানন্দের মতো বিদেশী ভাবধারারও সংস্থাগুলোর আদর্শকে অন্ধভাবে অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এবং তাদের বর্তমান যুগের আলোকে মূল্যায়ন না করে আমরা কোনো সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো না।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বিবেকানন্দ আবেদন-নিবেদনের নীতিকে সমর্থন করেন নি। স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লবাত্মক কর্মকে তিনি সমর্থন করেছেন, যদিও তিনি সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী ছিলেন না। অনেক বিপ্লবী তাঁর কাছে আসতেন ও মূল্যবান পরামর্শ নিতেন। তিনি দেশের স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে সর্বস্ব বলি দেবার ব্রতে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বিদেশেও তিনি সুযোগ পেলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন।

সুভাষচন্দ্রও ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী, প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তরুণদের আহ্বান করেছিলেন, 'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।'

বিদেশ থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে শক্তিশালী করে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তিনি যে সশস্ত্র ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা শৌর্যবীর্য, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতার এক অনন্য নজির হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত এই বাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলেও সৈন্যদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও যথার্থ নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগ মানুষের মনের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছেন ও লিখেছেন তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্থকভাবে ও একনিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু। বিবেকানন্দের বাণীর ও রচনার প্রেরণা নেতাজীকে দৃঢ়তার সঙ্গে আদর্শের পথে চলতে সাহায্য করেছে। তাঁর সঙ্কটময় অন্ধকার যাত্রাপথে জ্বেলেছে আশার আলোকবর্তিকা।

জাঠা আটকে মঞ্চ ভাঙলো তৃণমূলিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ নভেম্বর : ভাঙন প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছে অনেক আগেই। এবার গ্রামের মধ্যে জাঠা আটকে মঞ্চ ভেঙে সাধারণ মানুষের মনও ভেঙে দিল তৃণমূলিরা। ঘটনাটি কালনা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ধাত্রীগ্রাম পঞ্চায়েতের কালীনগর গ্রামের।

উত্তর থেকে দক্ষিণবাহী ভাগীরথী নদী বর্ধমান ও নদীয়া জেলার সীমানা নির্দেশ করলেও দুই জেলারই বেশ কিছু জনপদ নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত। যেমন বর্ধমান জেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত হলেও এই জেলার কালীনগর গ্রামটি নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। আবার নদীয়া জেলার নবদ্বীপ শহর নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত।

কালীনগর গ্রামে অনেক সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে নদী ভাঙন। এই সমস্যাকে হাতিয়ার করে ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নেমে পড়ে তৃণমূলিরা। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেয় ভোটে জিতলেই ভাঙন প্রতিরোধ করবে। এই এলাকার তৃণমূল প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে বসেন। অভিযোগ তারপরই তিনি প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান। বরং ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে গ্রামে লেঠেল বাহিনী গড়ে তোলেন। ২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বাম প্রার্থীদের কোনো প্রচার করতে দেননি। গ্রামে লালঝাণ্ডাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবুও ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে কালীনগরের দুটি বুথেই ভোটে বামপ্রার্থী এগিয়ে ছিলেন। এই এলাকার মানুষের একটাই জবাব—ওরা প্রতিশ্রুতি ভেঙে গ্রামে লুম্পেনরাজ কায়েম করেছে।

সেই লুম্পেনরাজ কালীনগরে আজও কতটা সক্রিয় তার প্রমাণ মিললো সাম্প্রতিককালের জাঠাকে কেন্দ্র করে। গণ-সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ নদীর ওপাড়ের চারটি গ্রাম নতুনচর, কলডাঙা, কালীনগর, উদয়গঞ্জ গ্রামে জাঠা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই খবর পেয়ে জাঠার আগের দিন উদয়গঞ্জে বাম কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আক্রমণ করে তৃণমূলিরা। দোকান ঘর ভাঙে। চার জন আহত হয়। তা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়েই নতুন চর গ্রাম থেকে জাঠা শুরু হয়। কলডাঙা গ্রাম পরিক্রমার পর কালীনগর গ্রামে জাঠা আটকে দেয় তৃণমূলিরা। গ্রামবাসীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন।

কালীনগরের মানুষের একটাই কথা—প্রতিশ্রুতি ভাঙার জবাব পেয়েছে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে। জাঠা আটকে এবার আমাদের মনে আঘাত করেছে, প্রাণে ঘা মেরেছে। সমস্ত গ্রামটাকে লজ্জায় ফেলেছে। এর জাবাবও খুব শীঘ্রই পাবে। ভাগীরথী নদী ভাঙতে ভাঙতে যেমন দ্রুত গ্রামটাকে গিলে খাচ্ছে, ২০১৬ সালও সেভাবে দ্রুত আসছে কটা দিন পর। তারপরই বিধানসভা ভোট। এবার ওদের ভোট লুঠ ঠেকিয়েই আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবো। গায়ের জোরে জাঠা আটকাতে সক্ষম হলেও ওরা ভোট লুঠ করতে পারবে না।

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ তিন তৃণমূলি হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৭ নভেম্বর : গতকাল সন্ধ্যায় বোমা বাঁধতে গিয়ে তৃণমূল আশ্রিত তিন দুষ্কৃতী আহত হয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে ঘরের চালা উড়ে যায়। আউশগ্রাম থানার দেয়াসা গ্রামের ঘটনা। ঐ গ্রামের বিজয়ের ছেলে দামোদর ওরফে ঘুপুর স্থানীয় তৃণমূল নেতা। তাঁদের বাড়িতে বৈকালে একটি খয়রি রং-এর গাড়ি আসে তাতে চার জন ছিল। সন্ধ্যায় তারা বিজয় মাঝি তথা ঘুপুর একটি ঘরে বোমা বাঁধতে শুরু করে। তখনই বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন তিন চার জন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হাত উড়ে গেছে, মুখ ছিন্ন ভিন্ন, ঘরে রক্তের বন্যা বইছে, গোটা এলাকায় বারুদের গন্ধ। ঘরের দেওয়াল ভেঙে যায়। আহতরা সেখ রতন, সেখ নরুল ও লালন মল্লিক ভিন গ্রামের লোক। তাদের কারো হাত উড়েছে। কারো পা গেছে। জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছে বোমা বাঁধতে গিয়ে তিনজন আহত হয়েছে। পুলিশি তদন্ত চলছে। স্থানীয় মানুষের ধারণা এলাকার কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষে ঐ বোমাগুলি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা তৈরি করছিল। এলাকায় উত্তেজনা আছে।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বোমা-গুলির লড়াই, গ্রেপ্তার - ১৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৮ নভেম্বর : গত ২৫ নভেম্বর মেমারি ২নং ব্লকের বড় পলাসন গ্রামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে বেশ কিছু তৃণমূলি সমর্থক ও সাধারণ মানুষ আহত হন। সংঘর্ষে বোমা ও গুলি ব্যবহার হয়। একটি সাইকেলের দোকান ও সেলুন-এ আগুন লাগানো হয়। দমকল গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে। পুলিশ ১৪ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। ঐ গ্রামের তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর ১টির নেতা সেখ ইসমাইল, অন্যটির অমল বাগ। সারা বছরই প্রায় দুই গোষ্ঠীর মারামারি লেগে থাকে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসেছে।

রাতের অন্ধকারে পোরানো হল বাম নেতার দোকান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ নভেম্বর : গভীর রাত্রে মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন দুষ্কৃতীরা কৃষ্ণদেবপুরে বামনেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য অনন্ত সূত্রধরের দোকান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। দোকানের সব কিছুর সাথে তার বাড়ির দলিল দস্তাবেজ, নগদ অর্থ সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। এলাকার মানুষই জল দিয়ে আগুন আয়ত্তে আনার পর দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। এতে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

আজ সকালে বিপুল মণ্ডল, কাশীনাথ পাল, প্রদীপ বারুই, অশোক দাস, গণেশ মণ্ডল প্রমুখ বামনেতা কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের মতে প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই তারা সামনাসামনি না এসে রাতের অন্ধকারে এ কাজ করলো। কিন্তু মানুষও দেখে নেবে ওদের আর কত দৌড়।

বালি মাফিয়াদের হাতে পুলিশ ও আধিকারিক আহত : ধৃত ৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ২৮ নভেম্বর : কাটোয়ায় বে-আইনি বালি পাচার রুখতে গিয়ে বালি মাফিয়াদের আক্রমণে পুলিশ কর্মী ও ডি ভি সি ইরিগেশনের (রেভিনিউ) আধিকারিকদের জখমের ঘটনায় কাটোয়া পুলিশ আজ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত সাতজনই কাটোয়া মহকুমার নতুন গ্রামের অধিবাসী। গত ২৬ নভেম্বর গভীর রাতে ঐ এলাকাতেই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। ধৃতদের পরিবার থেকে অভিযোগ করা হয়েছে তাদের কেউ যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ অযথা হয়রানি করছে। আজ ধৃতদের কাটোয়া কোর্টে তোলা হলে কবির হোসেন, ইয়াসিন মল্লিক, মহসিন মল্লিকের পাঁচদিন পুলিশ হেফাজত ও বাকি ৪ জনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় কাটোয়া কোর্ট।

সারা জেলায় বালি মাফিয়ারা প্রবল পরাক্রমে সরকারি রেভিনিউ ফাঁকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করছে। তৃণমূলের একটি অংশ এর সঙ্গে যুক্ত। বালি খাদানের দখলদারি নিয়ে সম্প্রতি খণ্ডঘোষের উয়াড়িতে খুন হন এক তৃণমূল নেতা। অভিযুক্তরাও তৃণমূল নেতা ও কর্মী।

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। বাজারী বিজ্ঞাপন থেকে বাদ যাচ্ছে না হেরিটেজও। বর্ধমানের মুখ বিজয় তোরণ বা কার্জনগেট। বেশ কয়েক বছর আগেই তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন বিভাগ হেরিটেজের মর্যাদা দিয়েছে। প্রশাসনের পরিষ্কার নির্দেশ আছে কার্জনগেটের আশপাশে কোনো হোডিং বা ব্যানার দেওয়া যাবে না। কে শোনে কার কথা বা নির্দেশ। দিব্যি জ্বল জ্বল করছে বিজ্ঞাপন বড় হোডিং। বর্ধমানের মহারাজ বিজয় চাঁদ মহতাব এই গেট তৈরি করেন। তখন নাম ছিল স্টার অব ইণ্ডিয়া। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন বর্ধমানে আসেন। কথিত আছে তার সম্মানে মহারাজ বিজয়চাঁদ কার্জনগেট নির্মাণ করেন। বর্তমানে কার্জনগেটের নাম হয়েছে বিজয় তোরণ। কিন্তু সেই রাজার স্বপ্নের গেট অবহেলিত। আগাছা জন্মেছে। শুধু তাই নয় খোদ বিজয়তোরণের দেওয়ালেও বিজ্ঞাপন। বর্ধমান পুরসভার পুরপতি অবশ্য ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত আকর দলিল

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

‘বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ’

প্রকাশিত হয়েছে (দ্বিতীয় সংস্করণ)

পাওয়া যাচ্ছে ‘নতুন চিঠি’ পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

মূল্য : শোভন সংস্করণ ৩০০/-

বোর্ড বাঁধাই : ৩৫০/-

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি Subrata Datta, S/o - Madan Mohan Datta, গ্রাম ও পোঃ ও থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Abhinaba Datta যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Soumodwip Dutta নথিভুক্ত হয়েছে। Abhinaba Datta এবং Soumodwip Dutta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। টেকচাঁদ ঠাকুর, ১৮৮৩ সালের ২৩ নভেম্বর, জন্ম ২২-০২-১৮১৪; ২। ১৯১৪ সালের ২৩ নভেম্বর, বর্তমান পাকিস্তানের উজিরাবাদে, মৃত্যু ৮-৩-১৯৭৭; ৩। ১৯৩৩ সালের ২৪ নভেম্বর, সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেন; ৪। ১৮৯৮ সালের ২৫ নভেম্বর, বর্ধমান জেলার অকালপৌষ গ্রামে, মৃত্যু ১৭-১১-১৯৭১; ৫। ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে; ৬। ভার্গিস কুরিয়েন, জন্ম ১৯২১ সালের ২৬ নভেম্বর; ৭। ১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর; ৮। ১৮১৪ সালের ২৮ নভেম্বর; ৯। জার্মানির ব্রেমেন শহরে, ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর; মৃত্যু ৫-৮-১৮৯৫; ১০। ১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর, রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তাব নেন; ১১। চীন দেশে ১৯৮২ সালের ২৯ নভেম্বর, জন্ম ১৩-৭-১৯১০; ১২। সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন, জন্ম ৩০-১১-১৮৩৫, মৃত্যু ২১-৪-১৯১০।

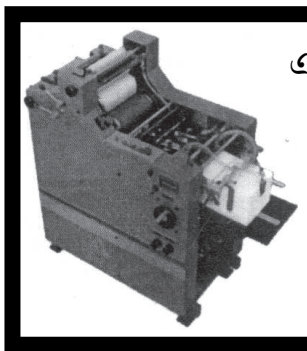

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

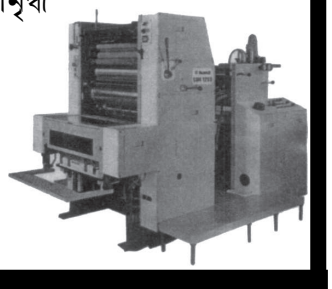

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা